দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
The Daily Janakantha

১০ অক্টোবর ২০১৯

ভাঙ্গনে বিলীন স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ জেলার উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া ইউনিয়নের ৯০নম্বর আশোয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সন্ধ্যা নদীর ভাঙ্গনে বিদ্যালয়টি বিলীন হয়ে যায়। নদীর এ ভাঙন দেখে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বুধবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, নদীর তীরে বসবাসকারী পরিবারগুলো তাদের স্থাপনা, বসতঘর ও মালামাল সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা জানায়, উজিরপুরে সন্ধ্যা নদীর ভাঙ্গনে গত কয়েক বছরে গুঠিয়া ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের বসতঘর, আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এ বছর নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেলো বিদ্যালয়টি। আশোয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদিশ চন্দ্র হালদার জানান, ২০০৮ সালে সিডরের পর ভাঙ্গন কবলিত আশোয়ার গ্রামের বাসিন্দাদের আশ্রয়ণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ভবনটি নির্মাণ করা হয়। তিনি আরও জানান, কয়েক বছর ধরে সন্ধ্যা নদীর অব্যাহত কড়ালগ্রাসে হানুয়া ও আশোয়ার গ্রামের দুই শতাধিক পরিবার নদীগর্ভে সর্বস্ব খুইয়েছেন। আর শেষ পর্যন্ত হুমকির মুখে পড়ে বিদ্যালয়টি। তিন মাস পূর্বে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক শামিম ও সংসদ সদস্য মোঃ শাহে আলম বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারটি পরিদর্শন করে ভাঙ্গনরোধে বালুর বস্তা ফেলার নির্দেশ দেন। এর এক মাসের মাথায় ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ভাঙ্গনরোধে অস্থায়ী প্রকল্পের মাধ্যমে ঠিকাদার ৪৩ শত বস্তা বালু ভর্তি জিও ব্যাগ ফেলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা নাজিম খলিফা, আবুল হোসেন ফকির, জহির হাওলাদারসহ অনেকেই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সাইক্লোন শেল্টারটি রক্ষার জন্য সরকারী অর্থায়নে যে জিও ব্যাগ ফেলা হয়েছে তা ভাঙ্গন কবলিত স্থানে না ফেলে কোনমতে দায়সারাভাবে মাটির উপরের অংশে ফেলা হয়। এ কারণেই ভাঙ্গনের কবল থেকে সাইক্লোন শেল্টারটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোসলেম আলী হাওলাদার জানান, কয়েকদিন ধরে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা বিদ্যায়লটি রক্ষার জন্য মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন। এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকলের চোখের সামনেই বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা গৃহবধূ রাবেয়া বেগম জানান, নদী আমাদের বাড়িঘর গ্রাস করে নিলেও আমরা প্রায়ই সাইক্লোন শেল্টারটিতে আশ্রয় নিতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের শেষ আশ্রয়স্থলটিও নদী ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ায় আমরা এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, দুর্গাপূজার কারণে বিদ্যালয়টি বন্ধ রয়েছে। স্কুল খোলার আগেই শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা না হলে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাবে। উপেজেলা শিক্ষা অফিসার তাসলিমা বেগম জানান, বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে উর্ধতন কর্মকর্তাদের অবগত করা হয়েছে।

সাবধানবাণী: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাইটের কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান। সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লিঃ ও জনকণ্ঠ লিঃ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬।

কার্যালয়: জনকন্ঠ ভবন,
২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন,
জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা।

আঞ্চলিক কার্যালয় (চট্টগ্রাম): মান্নান ভবন (দোতলা),
১৫৬ নুর আহমদ সড়ক (জুবিলী রোড), চট্টগ্রাম,

ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন),
ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫
ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com
ই-জনকন্ঠ: www.edailyjanakantha.com

Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com